দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JAN. 7 .. 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১.....

589

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসা কেন্দ্রের হাল

প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়েই সাধারণভাবে ছাত্রছাত্রীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা হিসেবে চিকিৎসা কেন্দ্র থাকে। বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ(!) ও সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও এর ব্যতিক্রম নয়। এখানেও একটি চিকিৎসা কেন্দ্র রয়েছে। যেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রী বিনামূল্যে চিকিৎসা করাতে পারে। কিন্তু আমরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আমাদের অসুস্থতার সময় এর থেকে কতখানি সহযোগিতা পাই। কতখানি বিশ্বাস নিয়ে এখানে চিকিৎসার জন্য যেতে পারি সেটাই এখন আমার কাছে অনেক বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি দাবি করে বলতে পারি এ প্রশ্ন শুধু আমার মনে দেখা দেয়নি। এর কারণ এখানে কর্মরত চিকিৎসকদের উদাসীনতা। আমরা অসুস্থ হয়ে তাদের কাছে গেলে তারা রোগের বিবরণ না শুনেই ব্যবস্থাপত্র লিখতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এছাড়াও আমি আমার বন্ধুদের কাছে তাদের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ শুনেছি যে মাথা ব্যথা সারানোর ওষুধ খেয়ে তাদের পেট খারাপ হয়ে গেছে। কিছুদিন আগে আমার মুখে ও শরীরে ছোট ছোট ফোঁড়া জাতীয় কিছু উঠায় আমার এক শুভাকাঙ্ক্ষী বান্ধবীর পীড়াপীড়িতে চিকিৎসা কেন্দ্রে যাই। সেখানে জনৈক মহিলা চিকিৎসক আমার কাছে বিভিন্ন উপসর্গের বর্ণনা না শুনেই Chiken Pox বলে ব্যবস্থাপত্র লিখে দেন যাতে এন্টিবায়োটিক ওষুধ DOPEN Amoxycillin BP 250 mg এবং Napa ১৫টি খাওয়ার কথা বলে। যদিও আমার Pox হয়নি। এ পরিপ্রেক্ষিতে একটি ছাত্রী হলের আবাসিক হিসেবে আমাকে কিছু সমস্যারও মুখোমুখি হতে হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হলের আবাসিক একজন ছাত্রী হিসেবে আমাদের কতগুলো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় প্রায়শই। হলগুলোতে ছাত্রছাত্রীরা অসুস্থ হয়ে পড়লে হলে ডাক্তার ডাকার ব্যবস্থা সহৃদয় কর্তৃপক্ষই করে দিয়েছেন। কিন্তু আমি নিজের ও আমার হলের অন্যদের ক্ষেত্রেও অসুস্থতার সময় দেখেছি যে ডাক্তারকে কল দেয়ার ৪-৫ ঘন্টা বা তারও বেশি দেরিতে তাদের সাক্ষাৎ মেলে। এর মধ্যে অনেক ঘটনা বা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। কেউ কেউ হয়তো বলবেন এর জন্য ঢাকা মেডিক্যাল হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সেখানকার অবস্থাটা এমনই যে, যারা একবার গেছেন, তারা দ্বিতীয়বার যাওয়ার কথা চিন্তা করবেন না।

নিবেদিতা দাস
৩১৭, বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।